জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৩০শে বৈশাখ বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 13th May, 1953 | ৫০শ সংখ্যা

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩০শে বৈশাখ বুধবার সন ১৩৬০ সাল

দুর্নীতির মুরুব্বী জোর

—০—

"দুর্নীতিতে দেশ ভ'রে গেল, এই সব ঘুষখোর তস্করের দলকে নির্ম্মূল না করতে পারলে দেশের মঙ্গল নাই।" কথাটা প্রায় লোকের মুখেই শোনা যায়। কে এই দুর্নীতিপরায়ণদের নির্ম্মূল করিবে? সরকার এই কাঙাল দেশের বহু টাকা ব্যয় করিয়া এক দুর্নীতিদমন বিভাগে অনেক নীতিবানকে পুষিতেছেন। আজ প্রায় ছয় বৎসর হইতে নেহেরু সরকার এই গণতান্ত্রিক দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। যে নেহেরুজী দুর্নীতির উপর এমন খড়্গহস্ত ছিলেন যে—তিনি যখন পরাধীন ছিলেন, তখন প্রায় বচনের পাঁয়তারা করিতেন—যদি হাতে ক্ষমতা পান তবে এই সব অপরাধীকে নিকটস্থ লাইট পোষ্টে (আলো দেওয়া খুঁটিতে) ফাঁসিতে লটকাইবেন। পূর্ণ ক্ষমতা তো তাঁরই হাতে। যদি কেহ বলে—"রাষ্ট্রপতি আছেন, আইন সভা আছে। নেহেরু কি করিবেন?" ভারতের রাষ্ট্রপতি, রাজ্য-সরকারগুলির রাজ্যপালদের দেখিলে আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে দাবাখেলার রাজার কথা মনে হয়—রাজা কিস্তি দিবার আগে একবারমাত্র আড়াই পদ চলে, তারপর সামনাসামনি হোক বা কোণাকুণি হোক এক ঘরের বেশী চলে না। মন্ত্রী সামনা-সামনি বা কোণাকুণি যতদূর ইচ্ছা চলিতে পারে। প্রায় রাজ্যেই আইনসভা তো প্রধান মন্ত্রীর মুঠোর মধ্যে। তবুও দুর্নীতি দমনের কোনও উপায় নেহেরুজী করতে পারলেন না।

যদিও কোনও সদস্য সত্যিকার একটা উপায় বাতলাইবার চেষ্টা পান, তিনি হাস্যাস্পদ হইয়া ঠোঁট চাটিতে বাধ্য হন।

গত ১০ই এপ্রিল পার্লামেন্টে সরদার হুকুম সিং একটী বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাব—দায়িত্বশীল ও উর্দ্ধতন সরকারী কর্ম্মচারিগণের ধনসম্পত্তি, ব্যক্তিগত অর্থ ও বিত্ত সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান করিতে হইবে। চাকরী প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাঁহাদের দৌলতের পরিমাণ কি ছিল এবং চাকরী প্রাপ্তির পরে তাহার পরিমাণ কি হইয়াছে, তাহার হিসাব লইতে হইবে। প্রস্তাবটি যুক্তিসঙ্গত, ও সময়োপযোগী কার্য্যকরী। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে দুর্নীতির হদিস বা সন্ধান পাওয়া যাইত। সরকার পক্ষ হইতে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় প্রস্তাবটি মাঠে মারা যায় অর্থাৎ অগ্রাহ্য হয়। দুর্নীতির মুরুব্বী যে কত বেশী তা বোঝা যাচ্ছে। দুর্নীতি কে বন্ধ করিবে! আমরা ঔষধের বিজ্ঞাপনে দেখিয়াছি—দুটি ছবি একটি ঔষধ সেবনের পূর্ব্বাবস্থা একটি সেবনের পরাবস্থা। অনুসন্ধান না করিয়াই আমরা প্রায় দেখি চাকরী পাইবার আগেকার কোটের বোতাম চাকরী পাওয়ার ছ' মাস পরে আর লাগা যায় না। মাঝে ৪ আঙ্গুল ফাঁক থাকে। এ চোর সরকার না ধরিলেও প্রকৃতি দেবী তাহার অর্থ বৃদ্ধির সঙ্গে মেদ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া লোকচক্ষে প্রকাশ করিয়া দিলেন। মুরুব্বীরা ইহা বন্ধ করিতে পারেন নাই।

১৩৬০ সালের ২৫শে বৈশাখ

—০—

এই তারিখটি বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। এতদিন তিনি বাঁচিয়া থাকিলে ৯৩ বর্ষে পদার্পণ করিতেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় এবং তিরোভাবের পরও তাঁহাকে আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া আসিতেছি। রবীন্দ্রনাথকে বা তাঁহার দানকে স্মরণ করিলেও তাঁহার বাণী বা আদর্শকে আমাদের চিত্ত স্পর্শ করিতে দিই নাই। সভা সমিতির ফাঁকা আওয়াজ, নাচ, গান, আবৃত্তি বাতাসে মিশিয়াছে। উহা আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোককেই তাঁহার প্রদর্শিত সত্যের পথে পরিচালিত করে নাই। তাঁহার সারাজীবনের সাধনা বিশ্ব-ভারতীরও কিছুকাল হইতে আদর্শ-চ্যুতি ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। উহাকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিলে রবীন্দ্রনাথের কর্ম্ম-সাধনা পূর্ণতা লাভ করিবে। কর্ত্তৃপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী একবার বলিয়াছিলেন—

"The best monument is to adorn and enlarge their legacy. A son, who buries under ground his father's legacy or wastes, will be adjudged unworthy of his father's inheritance." মর্ম্মার্থ—

ইচ্ছাপত্র দ্বারা প্রদত্ত ধনসম্পত্তির সজ্জীকরণ ও সম্প্রসারণই তাহার সর্ব্বোত্তম স্মৃতিস্তম্ভ। যে পুত্র পিতার অর্পণকে ভূগর্ভে প্রোথিত বা উচ্ছিন্ন করে সে তাঁহার পিতার উত্তরাধিকারের অযোগ্য।

পঁচিশে বৈশাখ বৎসর বৎসর আসিয়াছে ও আসিবে। এই দিনে আমরা প্রতি বৎসর রবীন্দ্র আদর্শ প্রচারের কতটুকু করিয়াছি; তাঁহার প্রতিভা অন্তরে কতটুকু গ্রহণ করিয়াছি, তার হিসাব নিকাশ যখন দিতে পারিব তখন সকলে বুঝিবে ২৫শে বৈশাখের উৎসব সার্থক হইতে চলিয়াছে। শুধু আমি রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ, এবং তাঁর আদর্শের সমঝদার, এই দেখাইয়া ফাঁকা বক্তৃতা, গান ও নৃত্যের আসরের সৃষ্টি করিলে ইহা হৈ চৈ ছাড়া আর কিছুই নয়।

হৈ চৈ না করিয়া এক বাঙালী সন্তান কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের একটী বাণীর এক পংক্তির যে আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাহার ক্রিয়া সুরু করিয়াছেন তাহা অদ্ভুত ফল ফলাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পংক্তিটী হইল—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে মন একলা চলোরে!"

ভাবগ্রাহী বাঙালী সন্তানটী হইলেন

শ্রীবৈদ্যনাথ ভৌমিক

বাঙলার যে অংশ ইংরাজ অপহরণ করিয়া বিহারের সীমানায় রাখিয়া গিয়াছেন, সেই চোরাই মাল ফিরাইয়া পাইবার জন্য আমরণ অনশন আরম্ভ করিয়া, বাঙলার প্রধান মন্ত্রী জেদী বলিয়া পরিচিত ডাঃ রায়ের আসনও টলাইতে সমর্থ হইয়াছেন। আইন পরিষদের সর্ব্বদলীয় অনুরোধে সাময়িকভাবে অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন। শ্রীভৌমিককে একা চলিতে হয় নাই, তাঁহার অনশন আরম্ভের কয়েক দিন পরই একটী ৩০ বৎসরের মাতৃপিতৃহীন কুমার রেলকর্ম্মচারী শ্রীসুখেন্দুবিকাশ দাস শ্রীভৌমিকের সুরে সুর মিলাইয়া এখনও দোহারকী থামান নাই। তাঁর পণ—আরও বড় স্বাধিকার প্রমত্তগণের জিদ পরিত্যাগের দাবি। এবারে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে তাঁর গানের একটী লাইনে বিহারের ছাপরা জেলার অধিবাসী ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্রধানমন্ত্রী নেহেরুজীর রবীন্দ্রপ্রীতি কতটুকু তার পরীক্ষা হইবে। তাঁহাদের দ্বারা ঘোষিত জাতীয় সঙ্গীত **"জন-গণ-মন-অধিনায়ক"** গানের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের ও জাতীয় মন্ত্র-সঙ্গীত **'বন্দেমাতরম্'** এর ঋষি বঙ্কিমের দেশ বাঙলার হৃত অংশ ফেরত দিবার প্রবৃত্তি আসে কি না দেখা যাইবে। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাঙলায় বক্তৃতার গুরুত্বও বোঝা যাইবে।

স সে মি রা

সবাই দেখে নাচি আমি,
নেচে নেচে নাচাই !
বুদ্ধির দৌড় পায়নি কেহ
যে ক'রেছে যাচাই।
একই চালে কত গাধার
সাধের ঘুঁটি কাঁচাই।

লাগলো পিছে বি-এ, এম-এ
ভাবলো আমি যাব থেমে,
চেষ্টা ক'রে মরলো ঘেমে
মজাতে চায় দেশের প্রেমে !
উচ্চ শিক্ষা তুচ্ছ ক'রে গেল
শেষে নেমে।

অবশেষে লভ্য হ'লো
কেবল মনঃপীড়া—
এক চড়েতে রাজপুত্তুর
ধরে স সে মি রা।

মুর্শিদাবাদ জিলা
রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি

জঙ্গীপুর কলেজে রাষ্ট্রভাষা প্রারম্ভিক ক্লাস গত ১০ই মে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় ২০ জন শিক্ষার্থী ভর্ত্তি হইয়াছেন। ক্লাস প্রতি রবিবারে বেলা ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত চলিতেছে। আগামী রবিবার ১৭ই মে পর্য্যন্ত ভর্ত্তি চলিবে।

রঘুনাথগঞ্জ মহারাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ ক্লাবে হিন্দী প্রবেশ ক্লাস বেলা ২টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত চলিতেছে। মহিলাদিগের জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে।

রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি পক্ষে
শ্রীরামবিলাস উপাধ্যায়

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গীপুর-রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্র জন্মোৎসব প্রস্তুতি কমিটির কতিপয় সদস্যদের সহিত গুরুতর বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় আমি সম্পাদকের পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছি।

অতঃপর আমার সহিত উক্ত কমিটির আর কোন যোগাযোগ রহিল না।

শ্রীঅমর সিংহ
জঙ্গীপুর।
১৫-৫-৫৩

রুগ্ন কবি নজরুলের বিলাতযাত্রা

রাঁচির চিকিৎসায় নিরাময় না হওয়ায় গত রবিবার বাঙলার বিদ্রোহী কবি নজরুল ইস্‌লাম এবং তাঁহার রুগ্না সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী প্রমীলা ইস্‌লাম তাঁহাদের কনিষ্ঠ পুত্র কাজি অনিরুদ্ধ ইস্‌লামকে সঙ্গে লইয়া রাত্রের বোম্বাই মেলে হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিয়াছেন। সঙ্গে আছেন নজরুল-নিরাময় সমিতির সহকারী সম্পাদক ও প্রমীলার শুশ্রূষা-কারিণী শ্রীমতী লতিকা ঘোষ। ভারত ও পাকিস্থান উভয় সরকারই কবির চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিবার ভার লইয়াছেন। বাঙলার গৌরব কবি নজরুল প্রকৃত স্বাস্থ্যলাভ করিয়া পুনরায় সপরিবারে ভারতে ফিরিয়া আসিয়া সকলের উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন ভগবৎ সমীপে এই প্রার্থনা করিতেছি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৮ই মে ১৯৫৩

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

৮৪ খাং ডিঃ নির্ম্মলকুমার সিংহ নওলাক্ষা দেং দনুজদলনী দেব্যা দিং দাবি ২৪।/০ থানা সাগরদীঘি মৌজে চন্দনবাটী ১-৭৩ শতকের সেস্ ।৬ আঃ১০৲ খং ১৪১

নোটীশ

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে ভরতপুর থানার অন্তর্গত কাগ্রাম পচুই দোকান মুর্শিদাবাদের কালেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক পুনঃ বন্দোবস্ত হইবে। যাঁহারা উক্ত দোকান বন্দোবস্ত লইতে ইচ্ছুক তাঁহারা ৩০।৫।৫৩ তারিখের মধ্যে মুর্শিদাবাদ কালেক্টর বাহাদুরের নিকট অথবা একসাইজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট তাঁহাদের বাসস্থান, অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সংগতি উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করিবেন।

স্বাক্ষর জি, হালদার
অস্তঃ শুল্ক অধ্যক্ষক,
মুর্শিদাবাদ।
৫।৫।৫৩

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

শঙ্খ

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ গন্ধসারে সুবাসিত এই পরিস্রুত ক্যাস্টর অয়েল কেশের সৌন্দর্য্য বর্ধনে অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত 'ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ৸০ আনা।

সোল এজেণ্ট ঃ—*ডাঃ ডি, ডি, হাজরা*

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।